প্রাক্-কথন

আমি যে সময় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের ছাত্রী ছিলাম সেই সময় শুধু নয়, প্রকৃতপক্ষে যখন বিদ্যালয়ে পড়তাম সেই সময় থেকেই বিভিন্ন ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকারের লেখাগুলি পড়তাম এবং পড়তে ভালবাসতাম। সেই সময়েই যাঁদের লেখা আমাকে আকর্ষিত করত তাঁদের মধ্যে একজন হলেন সমরেশ বসু। বিদ্যালয়ে পড়ার সময় শুধু ওঁর জীবনী নয়, ওঁর লেখা 'দেখি নাই ফিরে'-যা 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে বেরোত, নিয়মিত সেটা পড়তাম। সেই ভাললাগা, ভালবাসার জায়গাটি থেকে পরবর্তী সময়ে সমরেশ বসু সম্পর্কে আরো জানার আগ্রহ জন্মায় এবং ওঁর লেখা আরো বিশদভাবে পড়তে শুরু করি। আমার সেই ভাললাগাই সমরেশ বসুর ছোটগল্প নিয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করে। আমার এই গবেষণা গ্রন্থে সমরেশ বসুর আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট ও সেই সময়কার অন্যান্য গল্পকারদের কথাও যেমন আলোচনা করেছি তেমনি সমরেশ বসুর ছোটগল্পগুলিকে ছয়টি ভাগে ভাগ করে গল্পগুলিকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে সবসময় উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়। তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণা না পেলে হয়ত আমি গবেষণার কাজটি শুরুই করতে পারতাম না। ওঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও আমার প্রণাম জানাই। ওঁদের আশীর্বাদ না থাকলে গবেষণাকাজ সম্পূর্ণ হত না।

আর যাদের সহযোগিতা, আশীর্বাদ ছাড়া আমি লেখার কাজে এগোতেই পারতাম না তাঁরা হলেন আমার বাবা শ্রদ্ধেয় শিক্ষক দীপক কুমার ঘোষ ও মা শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা গৌরী ঘোষ।

নানা প্রতিকূলতার মধ্যে গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়াতে সবসময় আমাকে সাহস দিয়েছে এবং আমার পাশে প্রিয় বন্ধুর মত নানাভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছে আমার স্বামী ড. সজল বিশ্বাস।

আর যার কথা না বললেই নয় সে হল আমার আড়াই বছরের ছোট ছেলে স্পর্শ। যার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আজও লেখার তাগিদ অনুভব করি। ওর সময় থেকে সময় চুরি করে আমি গবেষণার কাজটি শেষ করেছি।

তাছাড়া জয়দীপ চক্রবর্তী আমার নিজের ভাই এর মতো সবসময় আমার পাশে থেকে উৎসাহ দিয়েছে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এর গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

ইতি —

হাকিমপাড়া
শিলিগুড়ি